হজরত খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লা (রঃ) এঁর দর্শন-

‘মহব্বত তত্ত্ব’

মুজাদ্দিদে যমান, গাউছে দাওরান, কুতবুল আকতাব, আরিফ বিল্লাহ, শাহ ছূফী হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এম.এ, এম.আর.এস.এ, আই.ই.এস, অবিভক্ত বাংলার ভূতপূর্ব এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। তিনি ছিলেন: একজন শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক, পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, পাঠ্যসূচী নির্মাতা, লেখক, গবেষক, প্রকাশক, সমাজবিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, ধার্মিক, ধর্মগুরু, ধর্মীয় সংস্কারক, ভাবুক, আধ্যাত্মিক সাধক, সিদ্ধপুরুষ ও দার্শনিক।

জন্ম: ১৮৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শনিবারে, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা, নলতা গ্রামে।

ওফাত: ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০:১০ মিনিটে।

ভাষা জ্ঞান: বাংলা, ইংরেজি, আরবী, উর্দূ, ফার্সী, হিন্দী।

আয়ুষ্কাল: ৯১ বছর ১ মাস ১৩ দিন।

সর্বোত্তম কর্ম: জীবন ব্যাপী নবী-জীবন অনুশীন বা সুন্নাতের পায়বন্দী।

কর্মপন্থা: গৃহে থেকেই গৃহত্যাগী, সংসার বিরাগী হয়ে সংসারী।

সেরা কীর্তি: শত গ্রন্থ প্রণয়ন।

সেরা অবদান: মিশন প্রতিষ্ঠা।

শ্রেষ্ঠ দর্শন: মহব্বত তত্ব।

মহব্বত, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা খোদা প্রদত্ত প্রকৃতিরই অংশ। মহব্বত বা ভালোবাসা ভালোবাসা মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। মানবীয় গুণাবলী বিকাশে ও উত্তম মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন বা সুকুমারবৃত্তির অর্জনের মূলেও রয়েছে- বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। সৃষ্টি কুল কায়েনাত ভালোবাসার ফল। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘আমি ছিলাম গোপন ভাণ্ডার; ভালোবাসলাম প্রকাশ হতে, তাই সৃজন করলাম সমুদয় সৃষ্টি। আল্লাহর কুদরতের জগতে ভালোবাসাই হলো প্রথম সম্পাদিত ক্রিয়া বা কর্ম।

সৃষ্টির আদিতে বা সূচনায় স্রষ্টার ভালোবাসা,

সৃষ্টির অন্তে বা পরিণতিতে সৃষ্টির ভালোবাসা;

ঈমানের শর্ত নবীজির (স.) ভালোবাসা,

নবীজির (স.) ভালোবাসার প্রমাণ সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা;

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ও নবীর (স.) ভালোবাসা।

মহব্বত (محبت): অর্থ- প্রীতি, ভালোবাসা।

হুব্ব (حب): অর্থ- বীজ। যে ভালোবাসা অঙ্কুর থেকেই উদগম হয় তা-ই হুব্ব।

হাবীব (حبيب): যিনি ভালোবাসেন, প্রেমিক। স্ত্রী- হাবীবা (حبيبة)।

মাহবূব (محبوب): প্রিয়, প্রেমাস্পদ। স্ত্রী- মাহবুবা (محبوبة)।

ইশক (عشق): অর্থ- প্রেমানুরাগ, আকর্ষণ, উন্মাদনা, প্রেমোচ্ছাস। শেখ সাদী (র.) বলেন:

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز - کانرا که سوخت جان شد آواز نیامد.

آں مدعیاں در طلبش بی خبر آنند - هر آنکه خبر شد خبرش باز نیامد.

'হে ভোরের পাখি! তুমি পতঙ্গ থেকে প্রেম শেখো, সে তো জীবন দগ্ধ করে দিলো, টুশব্দটিও করলো না।'

'সেসব দাবীদারেরা তার সন্ধানের সন্ধান রাখে না, যে পেয়ে সে খবর তার খবর আর ফিরে আসে না।' (গুলিস্তাঁ)।

আশিক (عاشق): অর্থ- প্রেমাসক্ত। স্ত্রী- মাহবুবা (عاشقة)।

মাশূক (معشوق): অর্থ- প্রেমাস্পদ। স্ত্রী- মাহবুবা (معشوقة)।

ইশক হলো এক গুপ্ত রহস্য। কবি বলেন:

عاشقاں را ملت و مذهب جدا است - عاشقاں را ملت و مذهب خدا است.

'আশিকদের জাত ও ধর্ম আলাদা, আশিকদের জাত ও ধর্ম শুধুই খোদা।'

میان عاشق و معشوق رمزیست - کرامًا کاتبین را هم خبر نیست.

'আশিক ও মাশুকের মাঝে এমন রহস্য নিহিত, কিরামান কাতিবীনও তা নহে অবগত।'

تا نسوزد شمع پروانه شیدا نشود - عشق اول در دل معشوق پیدا می شود.

جو جلاتا ھے کسی کو خود بھی جلتا ھی ضرور - شمع بھی جل جاتاھے پروانہ جل جانےکی بعد.

'মোমের বাতি নিজেই জ্বলে পতঙ্গ তখন হয় পাগল; প্রেমাস্পদের হৃদয়ই প্রথম ইশক দ্বারা হয় উতল।'

'যে জ্বালায় কখনো কাউকে নিজেও নিশ্চিত জ্বলে, পতঙ্গ পুড়ে মরার পরে মোম বাতি নিঃশেষ হয় জ্বলে।'

কবির ভাষায়:

شراب محبت پیلادی خدایا - حبت کی آتش جلا دے خدایا.

جلن تو نے دی ھے میری دل مین یا رب - اب جلن کی دوا پیلادی خدایا.

'প্রেম সুধা পিলায়ে দাও হে প্রভু! প্রেমাগ্নি জ্বালিয়ে দাও হে প্রভু!

জ্বালা যবে দিয়েছো হৃদয়ে আমার, এ জ্বালা নিবারণ এদায় তোমার।

ইশক ও মহব্বতের সাথে ঈমান ও আমলের সম্পর্ক:

হজরত ফতেহ আলী উওয়াইসী (র.) তাঁর বিখ্যাত দিওয়ান গ্রন্থে প্রথম গজলে ১ ও ৯ নম্বর বয়াতে লিখেন:

مشرب حب محمد مطلع دیوان ما – مطلع خورشید عشقش سینهء سوزن ما.

ویسیا از دین و ایمان ایں قدر دانیم و بس – دین ما عشق محمد حب او ایمان ما.

'মুহাম্মাদের (স.) প্রেমের সুধা মম কাব্যের উৎসস্থল, আমার জ্বলন্ত বক্ষ তাঁরই সূর্যের উদয়স্থল।'

'হে উওয়ায়সী! ধর্ম ও ঈমান এটুকুই ধ্যান ও জ্ঞান, ধর্ম মোদের মুহাম্মাদী প্রেম তাঁর ভালোবাসা-ই ঈমান।' (দিওয়ানে উওয়াইসী, পৃষ্ঠা: ১০ ও ১৩)।

ভালোবাসা প্রসঙ্গটি কুরআনুল কারীমে সাতটি পর্বে তেষট্টি বার উল্লেখ হয়েছে। বিশ্বাসী বা মুমিনদের ভালোবাসা সম্পর্কে চৌদ্দটি আয়াত রয়েছে; কাফেরদের ভালোবাসা সম্পর্কে রয়েছে বারোটি আয়াত; আল্লাহ ভালোবাসেন না প্রসঙ্গে আছে পনেরটি আয়াত; আল্লাহ ভালোবাসেন প্রসঙ্গে আছে নয়টি আয়াত; ভুল করে ভালোবাসা সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে তিনটি আয়াত, ভালোবাসার অসার দাবী সম্পর্কে বিদ্যমান আছে একটি আয়াত; ভালোবাসার অন্যান্য প্রসঙ্গে উল্লেখ হয়েছে আরো ছয়টি আয়াত।

বিশ্বাসী বা মুমিনদের ভালোবাসা:

আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে হবে। "যদি তোমরা আল্‌রাহকে ভালোবাসো, তবে আমার (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন।" (আলে ইমরান: ৩১)। ঈমানের ভালোবাসা ও কুফরকে ঘৃণা করা থাকতে হবে। (হুজুরাত: ৭)। প্রভূর যিকরের ভালোবাসা মুমিনের হৃদয়ে থাকবে। (ছদ: ৩২)। ধ্বংসশীলদের ভালো না বাসাই য্যেক্তিক। (আনআম: ৭৬)। ভালোবাসার জিনিস ব্যয় (দান) করা প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায়। (আলে ইমরান: ৯২)। আল্লাহর ভালোবাসায় দান করা মুমিনের পরিচয়। (বাকারা: ১৭৭)। আল্লাহর ক্ষমাকে ভালোবাসা বিশ্বাসীদের কাজ। (নূর: ২২)। বিজয়কে ভালোবাসা মানব স্বভাব। (ছফ: ১৩)। তোমরা তাদের (অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞদের) ভালোবাস কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন তারা (মুমিনরা) আল্লাহকে ভালোবাসে। (মায়িদা: ৫৪)। মুমিনগণ আল্লাহকে কঠিন ভালোবাসেন। (বাকারা: ১৬৫)। তারা (মুমিনরা) মুহাজিরদের ভালোবাসেন। (সূরা হাশর, আয়াত: ৯)। "হাজত বাসকে আমি (হযরত ইউসুফ আ.) মন্দ কাজ অপেক্ষা ভালোবাসি।" (ইউসুফ: ৩৩)। ভালোবাসলেই হিদায়াত দেওয়া যায় না। (কছছ: ৫৬)।

অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞদের ভালোবাসা:

অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীরা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশি ভালোবাসে। (তাওবা: ২৩)। অবিশ্বাসীরা দুনিয়াকে ভালোবাসে। (আলে ইমরান: ১৫২)। অকৃতজ্ঞরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসে। (নাহল: ১০৭)। অবিশ্বাসীরা নগদকে ভালোবাসে। (কিয়ামা: ২০-২১; দাহর: ২৭)। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার চেয়ে অন্য কিছুকে ভালোবাসা মুনাফিকদের স্বভাব। (তাওবা: ২৪)। হিদায়াতের চেয়ে অন্ধত্বকে ভালোবাসে সংশয়বাদীরা। (হামীম সাজদা: ১৭)। সম্পদকে ভালোবাসে বোকারা। (ফাজর: ২০)। সম্পদের কঠিন ভালোবাসা নির্বোধদের কাজ। (আদিয়াত: ৮)। তোমরা (অশান্তিকারীরা) কল্যাণকামীদের ভালোবাস না। (আরাফ: ৭৯)। তারা (অহঙ্কারীরা) কাজ না করেই প্রশংসা পেতে ভালোবাসে। (আলে ইমরান: ১৮৮)। যারা অশ্লীলতা প্রকাশে ভালোবাসে, তারা বিপদগামী। (নূর: ১৯)। কামনার ভালোবাসা পাপের কারণ। (আলে ইমরান: ১৪)।

আল্লাহ তাআলা যা ভালোবাসেন নাঃ

আল্লাহ সীমালঙ্ঘণকারীদের ভালোবাসেন না। (বাকারাঃ ১৯০)। আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীদের ভালোবাসেন না। (বাকারাঃ ২৭৬)। আল্লাহ অকৃতজ্ঞদের ভালোবাসেন না। (আলে ইমরানঃ ৩২)। আল্লাহ যালিমদের ভালোবাসেন না। (আলে ইমরানঃ ৫৭ ও ১৪০; শূরাঃ ৪০)। আল্লাহ গর্বিত উৎফুল্লদের ভালোবাসেন না। (কছছঃ ৭৬)। আল্লাহ গৌরবকারীদের ভালোবাসেন না। (নিসাঃ ৩৬; লুকমানঃ ১৮; হাদীদঃ ২৩)। আল্লাহ অহঙ্কারীদের ভালোবাসেন না। (নাহলঃ ২৩)। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালোবাসেন না। (আনআমঃ ১৪১; আরাফঃ ৩১)। আল্লাহ আমানতের খেয়ানতকারীদের ভালোবাসেন না। (আনফালঃ ৫৮)। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীদের ভালোবাসেন না। (নিসাঃ ১০৭)। আল্লাহ খেয়ানতকারী কাফেরদের ভালোবাসেন না। (হাজ্জঃ ৩৮)। আল্লাহ কথায় (ভাষায়) মন্দ প্রকাশ করা ভালোবাসেন না। (নিসাঃ ১৪৮)। আল্লাহ ফাসাদ বিপর্যয় ভালোবাসেন না। (বাকারাঃ ২০৫)। আল্লাহ ফাসাদকারীদের (বিশৃঙ্খলাকারীদের) ভালোবাসেন না। (মায়িদাঃ ৬৪; কছছঃ ১২)। (কারো অগোচরে তার দোষ চর্চা করো না; পশ্চাতে নিন্দা করা আপন ভায়ের লাশের মাংস ভক্ষণ করার সমতুল্য। গীবতকারীরা বা পরনিন্দাকারীরা) মৃত ভায়ের গোস্ত খাওয়া ভালোবাস কি? (হুজুরাতঃ ১২)।

আল্লাহ যা ভালোবাসেনঃ

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (বাকারাঃ ১৯৫; আলে ইমরানঃ ১৩৪ ও ১৪৮; মায়িদাঃ ১৩ ও ৯৩)। আল্লাহ পবিত্রদের ভালোবাসেন। (তাওবাঃ ১০৮)। আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। (বাকারাঃ ২২২)। আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। (আলে ইমরানঃ ৭৬; তাওবাঃ ৪ ও ৭)। আল্লাহ ধর্যশীলদের ভালোবাসেন। (আলে ইমরানঃ ১৪৬)। আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন। (আলে ইমরানঃ ১৫৯)। আল্লাহ ন্যয়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন। (মায়িদাঃ ৪২; হুজুরাতঃ ৯; মুমতাহিনাঃ ৮)। আল্লাহ মুজাহিদদের ভালোবাসেন। (ছফঃ ৪)। আমি (আল্লাহ) তার মাঝে ভালোবাসা দিয়েছি। (তহাঃ ৩৯)।

* খোদা প্রাপ্তির পথপরিক্রমা হলোঃ সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতা।

ভালোবাসার ভুল ভ্রান্তিঃ

কল্যাণকর বস্তু নয় বরং অকল্যাণকর বস্তুকে ভালোবাসা (ভ্রান্তি)। (বাকারাঃ ২১৬)। অন্যায় ভালোবাসায় প্ররোচনা (বিভ্রান্তি উদ্রেককারী)। (ইউসুফঃ ৩০)। ভালোবাসার কারণে প্রতিহিংসা করা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা অন্যায়। (ইউসুফঃ ৮)।

ভালোবাসার অসার দাবীঃ

অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী কাফিরেরা বলে, 'আমরা আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র।' (মায়িদাঃ ১৮)। প্রকৃত ভালোবাসার দাবী হলো বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা। সবর ও শোকর তথা ধৈর্য ও কৃতার্থতা।

ভালোবাসা নানান প্রসঙ্গঃ

ঈমান বা বিশ্বাস ভালোবাসার বীজ। (ইয়াছীনঃ ৩৩)। ঈমান, বিশ্বাস ও ভালোবাসার বীজ রয়েছে সুউজ্জ্বল গ্রন্থে (কুরআন কারীমে)। (আনআমঃ ৫৯)। ভালোবাসার (বিন্দু) শরিষা দানা সম (তা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়)। (আম্বিয়াঃ ৪৭)। তিনি (আল্লাহ) বিশ্বাস ও ভালোবাসার অঙ্কুরোদগম ঘটান। (আনআমঃ ৯৫; নাবাঃ ১৪ ও ১৬; কাফঃ

৯; আবাছা: ২৫-২৭)। তিনি (আল্লাহ) ভালোবাসার বীজকে (বিশ্বাস ও ভালোবাায় সিক্ত আমলকে) সপ্ত শতক প্রবৃদ্ধি ঘটান। (বাকারা: ২৬১)। খোসাযুক্ত (অন্তরে) ভালোবাসা ও উম্মুক্ত (প্রকাশ্যে) ভালোবাসা (সৃষ্টির ভেদ রহস্য)। (আর রহমান: ১২; আনআম: ৯৯)।

হাদীসে শরীফে ভালোবাসা:

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'তোমাদের কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান অপেক্ষা, তার পিতা অপেক্ষা এবং সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি প্রিয় (ভালোবাসার বস্তু) না হই।' (বুখারী শরীফ)। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: 'যে যাকে ভালোবাসে সে (পরকালে) তার সাথে থাকবে।' (মুসলিম শরীফ)। হাদীসে আরো রয়েছে: 'যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে অবশ্যই আমাকে ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে।' (নাসায়ী শরীফ)। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।" (আবু দাউদ শরীফ)।

ভালোবাসার আমল:

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'তোমাদের কেউ জান্নাতে যাবে না, যদি না সে ঈমান অনয়ন করে; আর ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হবে না, যদি না তারা একে অন্যকে ভালোবাসে। আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল শিখিয়ে দেবো? যা করলে তোমাদের মাঝে প্রীতি ও ভালোবাসা জন্মিবে! (সে আমলটি হলো) তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও।' (তিরমিযী শরীফ)।

ভালোবাসার দোয়া:

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শ এই দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইঁ-ইয়ুহিব্বুকা ওয়াল আমালাল্লাযী ইয়ুবাল্লিগুনী হুব্বাক।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার ভালোবাসা চাই, আপনার ভালোবাসার জনের ভালোবাসা চাই; আর সে আমল করার তাওফীক চাই, যে আমল করলে আপনার ভালোবাসা লাভ করা যায়।' (মুআত্তা ইমাম মালিক)।

মহব্বত-ই ইসমে আযম:

ইসমে আযম বা মহানাম, শক্তির আধার শক্তিময়ের গুণ। এর মাঝে লুকায়িত আছে মহাশক্তি। অসাধ্য সাধন করা যায় ইসমে আযম আমল দ্বারা। কি এই ইসমে আযম? কোথায় আছে ইসমে আযম? এই বিষয়ে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা ও কিতাবে আলোচনা বিবৃত হয়েছে। সাকুল্যে ১০টি মত পাওয়া গেলেও এর সুরাহা হয়নি।

ইসমে আযম সম্পর্কে কুতবুল আকতাব গাউছে জমান আরেফ বিল্লাহ হজরত শাহ ছূফী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) 'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন- 'মহব্বতের সহিত যেই নামই ডাকিবে তাহাই ইসমে আযম।' (কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নবী-রসূল (আ.) গণের দোয়া ও মুনাজাত, ড. মাওলানা রফিকুল ইসলাম ও মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৫৯)।

সর্বোচ্চ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ প্রয়োজন। সর্বস্ব ত্যাগ প্রেম ছাড়া সম্ভবপর নয়। দুনিয়া আখিরাতের সকল অর্জন প্রেম দ্বারাই সম্ভব। সূফী সাধকগণ প্রেম বলেই নিজেকে বিলীন করে দিয়ে অমর হয়েছেন। যেমন: হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) নিজেকে প্রকাশ করেছেন এভাবে- "আমি ত দীন-হীন, নাচিজ, নাপাক, আমার কথার মূল্য নাই, আছর নাই, কিংবা এরূপ পবিত্রতা নাই যে, সেই পূত দরবার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে।" (ভক্তেরপত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্রসংখ্যা: ১০০, পৃষ্ঠা: ৭১)।

"প্রকৃত মহব্বত তাহারই নাম যাহাতে বস্তুর হাস্তি ফানা হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মহব্বতের আবেগে আলেখ্যকে চুম্বন করে, প্রকৃতপক্ষে সে আলেখ্যস্থিতিকে চুম্বন করে না, সে চুম্বন করে স্বীয় মহব্বতের অক্ছকে। যখন মহব্বতের গলবা জেয়াদা হয়, তখন আশেক প্রিয় বস্তুতে স্বীয় এশকের প্রভাব প্রতিফলিত দেখে। এইজন্য বলা হয় যে, এশক আশেকের আকার ধারণ করিয়া মাশুককে বরণ করে। প্রকৃতপক্ষে সবই এশকের খেলা, সবই সেই মহাপ্রভুর লীলা। এখানে জায়েজ না-জায়েজের ঝগড়া আসিতে পারে না। অদ্যকার পত্র কত পূর্ব্বভাব জাগাইয়া দিল! আবার আমি তোমাদের স্মৃতি মধ্যে উপস্থিত হইলাম। চিন্তা কিসের? দূরত্ব নৈকট্য হইতে কি মঙ্গলকর নহে? দূরত্ব কাহাকে বলে? যাহা দেখিতে পাও না, সেই কি দূর? না, যাহা অনুভবে আসে না, সেই দূর? যে নিকটে সেই যে দূরে, তাহা কেন বুঝ না? ভালবাসা কি দ্বিতীয়? প্রকৃত ভালবাসায় দুয়ী নাই। যেখানে দুয়ী আসে, সেখানে বাস্তবতা নাই। প্রেমময় প্রেম লইয়া খেলা করিতে ভালবাসেন। তিনি যাহার উপর দয়া করেন, তাহাতেই আপন শক্তি ফুঁকিয়ে দেন এবং তাহারই প্রভাবে আশেক-মাশুক মাতোয়ারা হয়। তাই বলি, প্রেম কখনো আশেকের আকার এবং কখনো মাশুকের আকার ধারণ করে। জানিবে বাহার মেঘের নহে, বাহার বিদ্যুতের। বিদ্যুৎ মেঘে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আলোড়িত করে, কত রঙে রঞ্জিত করে এবং এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে প্রবেশ করে, আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। আকর্ষণই প্রকৃত, বস্তু অপ্রকৃত। আকর্ষণকে পূজা করিবে, বস্তুকে পূজা করিবে না। আকর্ষণে দূরত্ব নাই, দূরত্ব বস্তুতে। বুঝিলে ত? আবার ঈদ আসিলে বুঝিবে, এসব কথা অনুভব করিবার, তর্ক করিবার নহে। দূরত্ব আমরা পয়দা করি, কলবের আকর্ষণ যতই কমে, দূরত্ব ততই বাড়ে। বল দেখি দয়াময় কোন্ বস্তু হইতে দূর? বল ত, মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর কোন বস্তুতে নাই? যাহারা আকর্ষণ বুঝে না, তাহারাই দূরত্ব মনে করে। আকর্ষণ কি কখনও দূরত্বজ্ঞাপক? আকর্ষণকে স্থায়ী কর, দূরত্ব ঘুচিয়া যাইবে। এখন আসি।" (ভক্তেরপত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্রসংখ্যা: ১০১, পৃষ্ঠা: ৭২)।

ভাবুক কবি বলেন:

ايك سے جب دو هوا لطف يكتائى نهين – اس ليئے تصوير جانا هم نے كهيچهوائى نهين.

'এক থেকে যখন দুই হলো একের মজা রইলো না, এই জন্য প্রিয় আমি তোমার ছবি তুললাম না।'

'এক থেকে দুই হলে একের মজা থাকে না, এই কারণে প্রিয় আমি তোমার ছবি আঁকলাম না।'

শেখ সাদী রহ. এর লিখনি ও বর্ণনাভঙ্গিও সাথে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এর মিল রয়েছে। তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে নিরস প্রমাণের পরিবর্তে সরস উপমা ব্যবহার করেছেন এমন ভাবে যে, প্রমাণের প্রয়োজনই বাকী থাকেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজের ভাষায় কুরআন - হাদীছই পেশ করেছেন। যেমন: وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ. "ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারী-দ"। [আমি তার ঘাঁড়ের রগেরও অধিক নিকট।] উক্ত আয়াতে কারীমাকে তিনি এভাবে উপস্থাপন করেছেন:

دوست نزديكتر من از من به من است - و ين عجيبتر كه من از وى دورم

چه كنم؟ با كى توان گفت؟ - كه او در كار من و من مهجورم

"বন্ধু আমার অপেক্ষা আমার বেশি নিকটে; আশ্চর্য যে আমি তার কাছ থেকে বহু দূরে,

কি করবো? কাকে বলবো? যে বন্ধু; আমার কাজে ব্যস্ত, আর আমি নিষ্ক্রিয়।"

মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি বলেন-

بیا تا برآوریم دستی ز دل - که نتوان بر آورد فردا ز گل

"আস আজ অন্তর থেকে সহযোগিতা করি, যেহেতু আগামীকাল কবর থেকে বের হতেই পারবে না।"

তিনি আরো বলেন:

آدمیت لحم و شحم و پست نیست - آدمیت جز رضای دوست نیست.

آدمی را آدمیت لازم است - عود را گر بو نباشد هیزم است.

"মানবতা রক্ত, মাংস ও পোশাকের নাম নয়; মানবতা বন্ধুর কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়,

মানবের জন্য মানবতা অতীব জরুরী; আগর বাতী যদি সুগন্ধী না ছড়ায় তবে কাঠের প্রজাতি।"

মানবতাবাদী, প্রেমিক-সাধক বারযাখ জীবনের কথা বলেন নিজের ভাষায়:

کششی که عشق دارد نگذرد بدین ساعت - به جنازه گر نیاید به مزار خواهی آمد

"প্রেমের আকর্ষণ অল্পতে হয় না লয়, জানাযায় মোর না এলেও সমাধিবে আসবে নিশ্চয়।"

আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে তিনি মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন ধরনের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট দিকনির্দশনা তাঁর জবানিতে আছে, "মিশন কোন জাতি ও ধর্মকে হেয় মনে করে না, কারণ প্রত্যেক বান্দার মধ্যে খোদার নূর বা দীপ্তি নিহিত আছে; এবং "সর্বদা মনে রাখতে হবে সমগ্র জাতি, সমগ্র ধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৎ। তাদের খেদমত করলে খোদার সন্তুষ্টি হয়এ" (ধর্ম ও জীবন' নির্বাচিত প্রবন্ধ ১৯৮৮)।

সূফী দর্শনকে ঐশী প্রেমের দর্শন হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সমস্ত ইবাদাত, যিয়াযাত, সংযম সাধনার যিকর-আযকারের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রেমের পথে অগ্রসর হওয়া। হজরত আহ্ছানউল্লা রহমাতুল্লাহে আলায়হের চিন্তাধারায়ও প্রেমের গুরুত্ব সীমাহীন। তিনি বলেন: "প্রেম অমূল্য বস্তু, ইহার উপমা নাই। ইহা স্বর্গীয়, ইহা কিমিয়া (স্পর্শমণি) স্বরূপ। প্রেম যাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার অন্তরস্থ কৃত্রিম পদার্থ বিশুদ্ধ সুবর্ণে পরিণত হয়। দুষ্প্রবৃত্তি তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করে।" (ছূফী: ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৭)

অতএব, তাঁর এ বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে ঐশী প্রেমের সাথে নৈতিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন :

হারকে রা জামা যে ইশকে চাক শোদ, উ যে হের্চ্ ও আয়েব কুল্লী পাক শোদ।

অর্থাৎ যাহার জামা (অস্তিত্ব) প্রেম দ্বারা পবিত্র হয়, তিনি লালসা ও সব ধরনের কলুষ থেকে নির্মুক্ত হন।

সূফী আহ্ছানউল্লা (র.) অন্যত্র বলেন: 'স্রষ্টার প্রতি অটুট প্রেম হইলে প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালবাসা জন্মে'। তাঁর এই মহান মন্ত্রটি শুধুমাত্র উচ্চারণেই থেমে থাকেনি। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে মানব সেবার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুফী আহ্ছানউল্লা (র.) এর উপলব্ধিতে প্রেম হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমস্ত বস্তু উৎসর্গ করার মানসিকতা অর্জন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'খোদা তাআলা দাউদ নবীকে (আ.) বলিয়াছিলেন- ঐ ব্যক্তি আমার প্রিয়তর যে আমাকেই চায়- 'শাস্তির ভয়ে কিংবা পুরস্কারের আশায় নহে'। অন্যত্র কথিত হয়েছে–তাহা অপেক্ষা অপরাধী কে, যে দোজখের ভয়ে কিংবা বেহেশতের আশায় আমাকে অর্চ্চনা করে। যদি আমি দোজখ বা বেহেশ্ত সৃষ্টি না করিতাম, তবে কি কেহ আমার অর্চ্চনা করিত না?' (ছূফী পৃঃ ৬৮)।

প্রেমের পথের পথিকদের না থাকবে দুনিয়ার লোভ, না থাকবে পরকালে বেহেশ্ত প্রাপ্তির আকাংখা। আল্লাহ্ প্রেমিক শুধুমাত্র আল্লাহকেই চাইবে। হজরত রাবেয়া বসরীর এ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি সূফী দর্শনের ইতিহাসের সমস্ত পাঠকদের জানা রয়েছে। তাঁর অনবরত প্রার্থনা এই ছিল– 'হে আল্লাহ্ আমি, যদি বেহেশতের আশায় তোমার ইবাদত করি তবে বেহেশত আমার জন্য হারাম করে দিও এবং দোজখের ভয়ে যদি তোমার ইবাদত করি তবে দোজখেই যেন আমার স্থান নির্ধারিত হয়'।

হজরত রাবেয়ার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর জামাল দর্শন। তিনি যেহেতু প্রেমের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর প্রেমাস্পদ ভিন্ন সবকিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হতে থাকে। প্রেমের স্তর সর্বোচ্চ

স্তর তা ইমাম আল-গাযালী তাঁর জগৎ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এহয়াউ উলুমিদ্দীন-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: 'হে প্রিয় পাঠক, জেনে রাখো আল্লাহর প্রেমের স্তর হলো শেষ স্তর ও সর্বোচ্চ মর্যাদপূর্ণ স্থান (মাকাম)'। আল্লাহর প্রেমের স্তরে উপনীত হওয়ার পর আর কোন উচ্চস্তর অবশিষ্ট থাকে না। এই স্তরের আগের স্তরগুলো হলো- তাওবার, ধৈর্য্যের এবং বর্জন (পরহেযের)- এর স্তর। হজরত সূফী আহ্ছানউল্লা (র.) ও একই কথা বলেন: 'ইছলামের চারিটি স্তর- শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারেফত। বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানের নাম শরীয়ত। ছালেক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তরীকত, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা হকীকত ও প্রেম দ্বারা মারেফতে উপনীত হয়। শেষ স্তরেই প্রেমময়ের নৈকট্য লাভ হয়, ইহারই নাম তাওহীদ' (তরীকত শিক্ষা, ৮ম সংস্করণ, ২০০৪ পৃঃ৩)। এই স্তরে উপনীত হওয়াই সূফী সাধনার পরম লক্ষ্য।

হজরত আহ্ছানউল্লা রহমাতুল্লাহে আলায়হে বলেন, প্রেম শরীর, মন ও হৃদয়কে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মুগ্ধ করে (ছূফী: পৃঃ ৭৩)। প্রেমিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রেমাস্পদের মধ্যেই নিজেকে বিলীন করা। পারস্যের সাধক কবি হজরত ফরিদউদ্দীন আত্তারের (রহঃ) ভাষায়–

ইশ্ক চে বুদ? কাৎরা দারীয়া সাখতান, আয দো আলম বা খোদা পোর দাখতান।

কাৎরা দার দারীয়া ফিতাদ ও শুদ ফানা, আইঁ দারীয়া গাশতানাশ বা'শাদ বা'ক্বা

অর্থাৎ প্রেম কি? প্রেমের কাজ বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করা এবং উভয় জগতের ভিতর একমাত্র খোদাতে চিত্তকে সমাহিত করা। বারিবিন্দু সিন্ধুতে পড়িয়া লীন হইয়া যায়। এইরূপে সাগরে পরিণত হওয়াই তাহার পক্ষে শাশ্বত জীবন লাভ।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মেরাজ গমনকে মাওলানা রূমী (র.) প্রেমেরই একটি অবস্থা হিসাবে উল্লেখ করেন:

'জিসমে খাক আয ইশ্ক বার আফলাক শোদ'

অর্থাৎ– 'প্রেমের বলেই মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়েছিল'।

মাওলানা রূমী সারা জগতে শুধু প্রেমই দেখতে পান তাইতো বলেন:

ইশ্‌ক আওয়াল, ইশ্‌ক আখের, ইশ্‌ক কুল, ইশ্‌ক শাখ, ইশক নাখল-ইশ্‌ক গুল।

অর্থাৎ প্রেম আদি, প্রেম অন্ত, প্রেমই হয় মূল, প্রেম শাখা, প্রেম পাতা, প্রেমই হয় ফুল।

মাওলানা রূমী (র.) এর উল্লিখিত প্রেম সম্পর্কিত বক্তব্যটি জগতের একটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা। একই ধরনের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা আমরা খানবাহাদুর (র.) এর আলোচনায়ও দেখতে পাই: 'প্রেমই সৃষ্টির রহস্য। প্রেম স্রষ্টা ও সৃষ্টের একমাত্র বন্ধন। আত্মা প্রেমবলে পরমাত্মার নৈকট্য লাভ করে এবং অবশেষে তাহাতেই নিমজ্জিত হয়। আত্মার মধ্যে যে আকর্ষণ তাহা আধ্যাত্মিক জগতে প্রেম নামে অভিহিত।' (তরীকত শিক্ষা, পৃষ্ঠা: ১৭)। প্রেম যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে তখনই কুরআন মজীদের বাণী– ফা আইনামা তুওয়াল্লু ফা সাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্ (যেদিকে তাকাও আল্লাহই চেহারা, আলকুরআন, ২: ১১৫) এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম সম্ভব হবে।

মাওলানা রূমী (র.) এর ভাবশিষ্য আল্লামা ইকবালও প্রেমের জয়গান করেছেন। তিনি নিজে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি এবং দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী লোক হয়েও জ্ঞানের উর্ধ্বে প্রেমকে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন :

ইলম হ্যায় ইবনুল কিতাব, ইশক হ্যায় উম্মুল কিতাব।

অর্থাৎ জ্ঞান হলো কিতাবের পুত্র, প্রেম হলো কিতাবের জননী।

প্রেমিক সম্রাট হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রহ. এর প্রেমোক্তি বা প্রীতিবাণী:

"আমার ক্ষুদ্র প্রাণেও ভালবাসা নাই, যাহা দিয়া তোমাদের অন্তঃকরণের গভীরতা অনুমান করিতে সক্ষম হই। তোমরা এখন শিখাও, আমি এখন শিখি; দিন দিন প্রেম মার্গের উচ্চ সীমায় উঠিতে থাক, আমরা দেখিয়া সুখী হই।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৫১, পৃষ্ঠা: ৩৭)।

"মহব্বতের পরিধি কি এই জীবনেই সমাপ্ত, না পরজীবনেও আশা করিতে পারি?" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৫৭, পৃষ্ঠা: ৪১)।

"প্রকৃত মহব্বত মানুষ জানে না, তাহার কাছে সব অলীক, সবই অপূর্ণ। মানব নিঃস্বার্থভাবে অপরকে সুখী করিতে সচেষ্ট থাকিলে, পৃথিবী না জানি কি সুখেরই হইত। --- প্রকৃত ভালবাসার মাহাত্ম কেহ জানে না, তাই মানুষ আনন্দে গরল মিশাইয়া দেয়। যে প্রেম বস্তু সাপেক্ষ তা অপ্রকৃত। যে প্রেম কেবল প্রেমিকতা চায়, সেই প্রেমই প্রকৃত; ---। সে চায় সত্যতা, সে চায় সাধুতা, তাহার আকর্ষণ অদমনীয়। সে মানুষকে সুখ দান করে।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৫৮, পৃষ্ঠা: ৪১-৪২)।

"Good is Truth তাই সত্যের জয় সর্ব্বত্রই। Good is Purity তাই পবিত্রতার জয় সর্ব্বত্রই। Godd is Love তাই প্রেমের জয় সর্ব্বত্রই।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৮২, পৃষ্ঠা: ৫৬-৫৭)।

"বস্তুতঃ সত্যতা ও পবিত্রতা কাহারো নিজস্ব নহে। ইহা প্রেমময়ের 'জাত' সম্ভুত, তাই ইহার ক্রিয়া অলৌকিক। ইহা যে স্থানে, যে সময়ে উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেখানেই স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়। পাত্র যত পবিত্র হয়, মাধুর্য্য তত উপভোগ্য হয়। যে প্রেমিক প্রেমের নাম লইয়া বড়াই করে সে বৃথা। গুণ প্রেমিকের নহে, প্রেমময়ের। প্রেম কি জিনিস জান? ইহা ইথার, বিদ্যুৎ ও মহাকর্ষণ সদৃশ্য একটী আকর্ষণ বা ফোর্স। এই আকর্ষণের বা মোটর উৎপত্তি প্রেমময়ের 'জাতে' নিহিত ছেফাতে নহে)।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ৮৩, পৃষ্ঠা: ৫৭)।

"নিজেকে না ভুলিলে অপরকে সন্তোষ করা যায় না।

।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৩৯, পৃষ্ঠা: ৯২-৯৩)।

"ঐ চিন্তা করিবে, যে চিন্তায় মাহবুব ব্যতীত অপর কাহারও খেয়াল না থাকে। তিনি প্রভু ও তুমি দাস, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সে চিন্তায় উপস্থিত থাকিবে না। দুইজনে মুখোমুখী হইয়া কেবল ভাব বিনিময় করিতে থাকিবে, তাঁহাতেই নিজেকে ফানা করিয়া দিকে। নামাজ প্রেমিক ও প্রেমময়ের সিঁড়িস্বরূপ। নামাজ এরূপ একাগ্রতার সহিত আদায় করিবে যে, প্রেমময়ের দরবাওে হাজের হইতে পার- এই হাজেরীর জন্য চাই কেবল হৃদয়ভরা প্রেম।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৪০, পৃষ্ঠা: ৯৩-৯৪)।

"আঁ-হজরতের মহব্বতে আপনাদিগকে ডুবাইয়া দিবে, যেন তাঁহার রঙে তোমরা রঞ্জিত হইতে পার। তাঁহার সহিত যাহার মহব্বত নাই, খোদার সহিত তাহার মহব্বত নাই। মহাদরবাওে হাজেরী দিতে হইলে রাছুলুল্লাহ (ছঃ) সহিত খাছ মহব্বত হাছেল করিতে হইবে। শয়নে স্বপনে তাঁহাকেই ইয়াদ করিতে হইবে। পাক শরীরে, পাক মনে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে হইবে। মোট কথা তাঁহারই হইয়া যাইতে হইবে। --- মহ্বত হাছেলের জন্য দুরূদ শরীফ মহাস্ত্র। সকলকে মহব্বত শিখাও, কার্য্যে মহব্বত দেখাও, সকলে মহব্বত সূত্রে গ্রথিত হও। ছোট বড় ভুলিয়া গিয়া রোষ, লোভ, লালচকে বিদায় দিয়া সকলে মহব্বতের সেবক হও। এরূপ হও, যেন তোমাদিগকে দেখিলেই লোকে আকৃষ্ট হয়, তোমাদিগকে মহব্বতের চক্ষে দেখিতে থাকে, তোমাদেরই প্রশংসা করে।

অভিমানকে গণ্ডীর নিকটে আসিতে দিবে না। নিঃস্বার্থে ছোট-বড় ধনী-নির্ধনকে পরাণটী দিয়া ভালবাসিবে, কাহারও কুকৃতি (কুকীর্ত্তী) দেখিবে না, দেখিবে তাহার সৃকৃতি (সুকীর্ত্তী) আর নিজের ক্ষুদ্রতা।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৫০, পৃষ্ঠা: ৯৯)।

"--- ।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৫১, পৃষ্ঠা: ১০০)।

"--- না আছে ডাকাতির ভয়, না আছে শত্রুর ভয়, না আছে ধন, না আছে অভাব, না আছে আকাঙ্খা; নরকেরও ভীতি নাই, স্বর্গেও বুভুক্ষা নাই। দুটী প্রাণী নিশ্চিন্তভাবে পরম করুণাময়ের আরাধনায় মশগুল। ইহা অপেক্ষা সুখের আর কি আছে? --- ভালবাসা ঢালিয়া দাও- সকলে ভাসিয়া যাক, প্রেমময়ের নাম প্রতিধ্বনিত হউক। তুমি ত বহুদর্শী শিক্ষক, সকলকে ভালবাসা দ্বারা ছাত্রস্থানীয় করিয়া স্বীয় পক্ষদ্বয়ের আশ্রয়ে স্থান দাও। মুক্ত দ্বারে সকলকে আহ্বান করিয়া মহব্বতের ডোওে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, শত্রু-মিত্র, হিন্দু-মুসলমান সকলকে আপনার করিয়া লও, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, দুই হাতে ভালবাসা বিলাইতে থাক, 'ছিনা চাক' করিয়া অসন্তোষ ভাবগুলি অন্তর হইতে উপড়াইয়া ফেল, শয়তানকে গণ্ডীর মধ্যে আসিতে দিও না, কেবল মহব্বতকে জীবনের দোসর করিয়া লও। সকলেই মহব্বতের সম্মুখে নত থাক, জীবন ধন্য হউক। অগ্রসর হও, আল্লাহ তা'আলার পেয়ারা হও, সব ঝগড়া মিটিয়া যাক।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৫২, পৃষ্ঠা: ১০০-১০১)।

"মহব্বতের কি দূরত্ব আছে? তোমার নিকটে ত কত বন্ধু আছে, কিন্তু তাহাদেও জন্য মনের তড়প কতখানি আসে? এই তড়পই অমূল্য ধন। মহব্বতের রাহে আপনাকে না হারাইলে মাহবুবকে পাওয়া যায় না। তাই বলি, রোদনকে বরণ কর, খোদার দরবাওে শোকরিয়া আদায় কর, জায়নামাজে লুটিয়া যাও, তাঁহারই পদরাজিতে হৃদয়খানি পাতিয়া দাও। জানিবে, বিচ্ছেদে মহব্বত পুষ্ট হয়, মিলনে তাহার হ্রাস হয়; শারীরিক মিলনের সাধ মন হইতে উঠাইয়া দাও, তবেই আধ্যাত্মিক মিলন হইবে।

কাঙ্গাল সাজিতে পারিলে ভাবনা কিসের? কাঙ্গালই প্রকৃত ধনী। সব যে ত্যাগ করিতে পাওে, সেই অক্ষয়ধনের অধিকারী হয়। আঁ-হজরত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও দীন ভিখারী ছিলেন, দারিদ্র্যই তাঁহার অতি গৌরবের বস্তু ছিল। তোমার নিকট ধন থাকিলে দেলটি হয়ত এত কোমল হইত না। তাই বলি, দরিদ্রতা আলিঙ্গন কর, তাহাতেই সুখী হও ও শোকরিয়া আদায় কর। তবেই মাহবুব তোমাকে ভিতওে টানিয়া লইবেন।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৫৪, পৃষ্ঠা: ১০১-১০২)।

"যাহারা মহব্বত হাছেল কওে, তাহারা দুনয়ার দুঃখ দেখিয়া ভয় পায় না। ---। বিপদেই মাহবুবের কথা স্বরণ পড়ে, সম্পদে কেহই তাঁহাকে মনে করিবার অবসর পায় না।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৫৬, পৃষ্ঠা: ১০২-১০৩)।

"মা, জানিবেন সত্য একই, সত্যময় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রিবরাজমান। কেবল মহ্বত এখতেয়ার করুন, সকল স্থানে তাঁহার সাড়া পাইবেন। ---। মহব্বতই মানুষকে মুহূর্ত্তে ইহলোক হইতে পরলোকের আস্বাদ দানে সমর্থ। এই পৃথিবীতে মহব্বত অপেক্ষা মূল্যবান কোন বস্তু নাই। ইহার দ্বরাই মানুষ পৃথিবীকে বেহেশতে পরিণত করিতে পারে।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৭২, পৃষ্ঠা: ১১১-১১২)।

" ।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৭৩, পৃষ্ঠা: ১১২)।

"মহব্বত অগ্নিবৎ, সে যাহাকে আয়ত্ব করে তাহার ভেজাল খাইদ সব পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। আশেক খোদা তা'লার পেয়ারা বস্তু। বেহেশতীর জন্যই মাপ-কাঠির আবশ্যক, তাহার নেকী-বদী জার্রা জার্রা ওজন করা হয়। আশেক ত নেকী-বদীর পরওয়া করে না, বেহেশত দোজখের আশা বা ভয় রাখে না, সে ত মহাপ্রভুর জন্য জানিয়া বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, ---। এই স্মৃতি দিবারাত্র তাহাকে দহন করিতে থাকে, সে দহনই ভালবাসে, সে ত মরিবার ভয় রাখে না, সে রোদনে আনন্দ পায়, সে ব্যথাকে বরণ করে, সে পরষ্কারের আকাঙ্খা রাখে না। সুখ অসুখ সে ভ্রূক্ষেপ কওে না, সে কেবল আপন মাহবুবের জন্য মস্ত পাগলপারা, দিশাহারা থাকে।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৭৪, পৃষ্ঠা: ১১২)।

"মহব্বতকে জীবনের লক্ষ্য মনে করিবে, --- । আসল বস্তু অন্তঃকরণ, মহব্বত। দুই হাতে মহব্বত বিলাইতে থাক, তবেই তাঁহার দয়ার অধিকারী হইবে, তবেই আত্মার 'লেটেন্ট' শক্তি 'পেটেন্ট' হইয়া দাঁড়াইবে।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৯১, পৃষ্ঠা: ১২২)।

"প্রেম-বারি সিঞ্চিত হইলে মরু হৃদয়ও সঞ্জীবিত হয়। --- সমগ্র জীবের খেদমত কর, নিকৃষ্ট জীবকে ঘৃণা করিও না, পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া করিও, দরিদ্রের অশ্রু-জল নিজের আঁচল দিয়া মছিয়া দিও, কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ গণনা করিও না, প্রেমময়ের ইয়াদ ব্যতীত একটি শ্বাসও নিক্ষেপ করিও না।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৯৩, পৃষ্ঠা: ১২৩)।

<u>তথ্যসূত্র:</u>

১. আল কুরআন
২. বুখারী শরীফ
৩. তিরমিযী শরীফ
৪. নাসায়ী শরীফ
৫. আবু দাউদ শরীফ
৬. মুআত্তা, ইমাম মালিক

৭. ইবনে মাজাহ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৬, হাদীস নং ৩৮৫৭।
৮. কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৭, হাদীস নং ৩২১৭।
৯. কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নবী-রসূল (আ.) গণের দোয়া ও মুনাজাত, ড. মাওলানা রফিকুল ইসলাম ও মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৫৯)।
১০. মকবুল দোয়া, পৃষ্ঠা: ৬২।
১১. দিওয়ানে উওয়াইসী, পৃষ্ঠা: ১০ ও ১৩, গজল: ১, বায়াত: ১ ও ৯)।
১২. গুলিস্তাঁ, শেখ সাদী রহ.
১৩. বুস্তাঁ, শেখ সাদী রহ.
১৪. আমার জীবন ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।
১৫. ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.), পত্র সংখ্যা: ৩৭, ৪২, ৫৭, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১০১, ১১২ ও ১২২।
১৬. প্রেমিকের পত্রাবলী, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.)।

গবেষণা ও গ্রন্থনা:

মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
সহকারী অধ্যাপক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীম
ও
আফরোজা খাতুন
উর্ধতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

* ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক-জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পের আধীনে অনুষ্ঠিত নবম সেমিনারে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রোজ শনিবার বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় মিশন মিলনায়তনে (মিশন ভবন, বাড়ী-১৯, রোড-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ এ) উপস্থাপিত।